তার ঐ পদ্মচোখের মায়ায়

তার ঐ পদ্মচোখের মায়ায়

সৈয়দ আশরাফুল আলম



চেনা সুর প্রকাশনী
বই প্রকাশে বিশ্বস্ততার প্রতীক

তার ঐ পদ্মচোখের মায়ায়
সৈয়দ আশরাফুল আলম

গ্রন্থ স্বত্ব : লেখক
প্রথম সংস্করণ : ৫ আশ্বিন ১৪৩৩/২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ইং

প্রকাশক : এন, আই, বিপুল।
প্রচ্ছদ : জহির।
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : সৈয়দ আশরাফুল আলম

প্রকাশনায় : চেনা সুর প্রকাশনী
প্রধান কার্যালয় : জামিরদিয়া মাষ্টারবাড়ি, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
শাখা অফিস : ৩৮ বাংলাবাজার, তৃতীয় তলা ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৯১-১৫১৬৯২

পরিবেশক : বই চত্বর পাবলিকেশন, ছায়া প্রকাশনী
অনলাইন পরিবেশক : রকমারি ডট কম, ওয়াফিলাইফ ডট কম
ISBN : ৯৭৮-৯৮৪-২৯৬৯৭-১-৩
মূল্য : দুইশত আশি টাকা।

" **Tar Oi Poddochokher Mayay** " by **Syed Asraful Alam.**
Published by N I Bipul. Chena sur prokashoni. Head Office: Jamirdia master bari, Valuka, Mymensingh. Branch Office: 38 Banglabazar 3rd floor Dhaka1100. Price 280 Taka
To purchase online www.rokomari.com ISBN: 978-984-29697-1-3



তাদেরকে—

যাদেরকে কেউ কখনো ভালোবাসেনি!

"দুটি কথা"

অনেকটা সময় ধরেই টুকটাক লেখালেখির অভ্যাস। যখন যা মন চাইত, লিখতাম। বলতে পারেন, একপ্রকার বেঁচে থাকার জন্যই লেখা। এই লেখাগুলো না লিখতে পারলে হয়তো আমি সত্যিই বাঁচতাম না, দম বন্ধ হয়ে অনেক আগেই মারা যেতাম। এখানে অনেক লেখাই এমন আছে, যেগুলো কেবল লেখার সময়ই নয়, পরবর্তীতে পড়ার সময়েও বহুবার আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে। আমি কাউকে জানাইনি সেই সব অশ্রুসিক্ত দিন বা রাতের কথা। কেউ জানে না আমি কত রাত ঘুমাইনি। কেউ জানে না আজ কত দিন হলো আমি মন খুলে হাসতে পারিনি। আমার সেই সব দিন বা রাতের সাথে জড়িয়ে থাকা একটা অংশই আমি এই বইটাতে রেখেছি। এখন আপনারা কে কীভাবে নেবেন, আমি তা জানি না। সত্যি বলতে, এসবের কোনো ভয়ও আমার নেই। যদি আপনাদের মনে ধরে লেখাগুলো, তবেই আমি সার্থক।

অনেকেই হয়তো যত্ন নিয়ে পড়বেন আমার লেখাগুলো। তাই আপাতদৃষ্টিতে আমার আজ খুশি হওয়ারই কথা। তবুও আমি খুশি হতে পারছি না। দুঃখ লিখতে কে চায় বলুন? সবাই তো চায় সুখী হতে, আমিও চেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখ ছাড়া আর কেউ কখনো আমাকে ভালোবাসেনি!

তাই বইটাও দুঃখকে ঘিরেই লেখা। তবে আমি কোনো দিন চাইনি দুঃখ লিখে মানুষকে কাঁদাতে, আমি চেয়েছিলাম ভালোবাসা নিয়ে লিখতে, ভালোবাসতে শেখাতে।

—সৈয়দ আশরাফুল আলম
২০/০৯/২০২৬ ইং

আমার মতো অমন করে,
কেউ কি কভু হারায়?

তার ঐ পদ্মচোখের মায়ায়...



মায়াবী চোখে তার, কাজলের বাহার,
এদিকে বুক ভার, বীভৎস হাহাকার!



তার ঐ পদ্মচোখের মায়ায়,
আজও কেউ বিভ্রমে হারায়।
চেনা সেই দেশে নাবিকের বেশে,
আজও তবুও নাও বাড়ায়।

আর সে?
অনায়াসে ছেড়ে যায় পথ, চড়ে বসে রথ,
ভুলে যায় সবখানে—করেছিল শপথ!



সে তো আজ দিব্যি ভীষণ হাসে,
তবে আমার কেন দু'চোখে বর্ষা নেমে আসে?



একদিন তুমি হলে চড়ুই,
আমি পেলাম বিষাদ-বৃক্ষের জীবন।
তোমার কোথাও আমি না থাকলেও,
আমি জুড়ে কেবল তোমার বিচরণ।



“ভালোবাসি না” বলে, যে গেল চলে,
রেখে গেল দুঃখ রাশি রাশি।
সে কি জানে? কোন অভিমানে—
তাকে ছাড়া, কীভাবে বাঁচি?



নদীকে ভালোবেসে, তার কাছে এসে,
ভাঙ্গনে সবকিছু হারিয়ে, শূন্য আমি শেষে।



কেউ লুকায় মুখ, কেউ লুকায় চোখ,
এক দিকে প্রতারণা, আরেক দিকে শোক।



কী অদ্ভুত সে,
কী অদ্ভুত তার চাহনি।
আমাকে ভালোবাসি বলে গেছে,
অথচ কখনো ভালোইবাসেনি।



তুমি যার লাগি, হইয়াছো বিবাগী,
“ভালোবাসি” বলে, যারে তুমি চাও;
কি লাভ বলো? যে তোমারে ভালবাসে না,
তারে যদি তুমি পাও?



তোমার কাছে মন রেখে এসে,
শূন্যতায় যাচ্ছি শুধু ভেসে।



বুক ভারে,
ঘুম কাড়ে,
আধার এই নিশীথ।

তবুও তাকে জানানো,
তাকে পেয়ে হারানো,
প্রিয়তম জিত ।



যার জন্য দুঃখ আমায়, নেয় প্রতিরাত চিনে,
সে কি আমায় ভাবে কভু, হঠাৎ আনমনে?



এইযে মেয়ে, মন ছিনিয়ে, যেয়ো নাকো দূর,
তোমায় আমি ভালোবাসি, জানে আকাশ-পাতাল সমুদ্দুর।



তোমার যদি শান্তি হয়,
আমার প্রেমিক বুক।
তোমার শাড়ির আঁচলেতে,
রাখবো আমি আমার সকল সুখ।



এইযে মেয়ে শ্যামলা বরণ, কাজল কালো চোখ,
তোমার আমার ভালোবাসার, ছোট্ট সংসার হোক।



শুনো মেয়ে, মন হারিয়ে, মনের কাছে শেষ।
বুঝবে কি আর? হয়েছি তোমার, ভালোবেসেছি বেশ!



চোখ কেড়েছে নয়ন তোমার,
মন কেরেছে বাঁকা দাঁতের হাসি।
শুনছো মেয়ে, দাও জানিয়ে,
আমি তোমায় ভালোবাসি।



যত্ন করে রেখো আমায়,
বুকে দিয়ো ঠাঁই।
তুমি ছাড়া আমার কোথাও,
যাওয়ার যায়গা নাই।



খাটের কোণায় বসে থাকে, রোজ মৃত্যুর দূত,
আমি শোনাই তোমার কাহিনি, সে হাঁসে, অদ্ভুত!



আমি নিজেই নিজেকে সুখী করতে পারলাম না,
অথচ বোকা আমি ভেবে গেছি-
তোমাকে পেলে সুখী হবো।

এই আমার নিয়তি।
সুখ ভেবে একটা জীবন,
দুঃখের কাছেই বেঁচে দিলাম।